# আমাদের মুক্তি আন্দোলন (২)

আবু সাইদ মাহফুজ

(আমাদের মুক্তি আন্দোলন শীর্ষক এই নিবন্ধটি একাধিক সংখ্যায় লেখা হয়েছিল এ বছরের (২০০৩) একেবারে শুরুর দিকে। বাংলা আমার এবং ই-মেলা ওয়েব সাইটে তা ছাপা ও হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে ওয়েব মিডিয়াতে ইসলাম নিয়ে কঠোর সমালোচনা এবং চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে ৭-৮ মাস আগে লেখা আমার এই নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। যাতে সাম্প্রতিককালে উত্থিত কিছু প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বলে মনে করছি। ইসলামে যে সংস্কারের সুযোগ রয়েছে। ইসলাম যে আধুনিকতাকে গ্রহন করতে পারে এ নিবন্ধে তাই দেখানো হচ্ছে। ধর্মের নামে গোঁয়ার্তুমি, অন্ধত্ব যেমন খারাপ তেমনিভাবে বিদ্বেষ মনোভাবে নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে গালাগাল করা পরিত্যাজ্য। নিবন্ধটির পূনঃপ্রকাশ ভিন্নমত ওয়েব সাইটের সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খানকে উৎসর্গীকৃত। -লেখক।)

আমাদের মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে লেখাটি বাংলা আমার ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হবার পর ক'জন পাঠক আমাকে ই-মেইলে এবং ফোনে পরামর্শ দিয়েছেন আরো স্পষ্টভাবে লেখার জন্য। পাঠকদের অনেকের অভিমত হলো লেখাটা অতি বেশী সাধারণ হয়ে গেছে। তাই আজকের এ লেখায় আরো কিছুটা টু দা পয়েন্ট আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

সম্প্রতি ঢাকায় একটি হোটেলে বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত "ইরাক আগ্রাসনঃ বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তাদের বক্তব্য আমার এ লেখার সাথে খুবই সম্পূরক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব আতাউর রহমান বলেন, "বাংলাদেশে ডান ও বাম দু' ধারাতেই এ বিষয়ে আবেগ কাজ করছে। উগ্র কিছু শক্তি এ সুযোগে সংগঠিত হচ্ছে।" আসলে এ কথাটাই আমি বলতে চাইছি। ইতিপূর্বে "ধর্ম এবং নাস্তিকতাবাদ" শীর্ষক আমার পূর্ববর্তী এক লেখায় এ কথাটা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো ঐ একই গোল টেবিল বৈঠকেই বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেন নামের জনৈক বক্তা "বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে তালেবান তৈরি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।" অপর এক বক্তা ফারুক চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, "এ দেশে জঙ্গীবাদের উত্থানে অনিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।" বলে মন্তব্য করেন।

বিগ্রেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এবং ফারুক চৌধুরীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন আমার আজকের এ লেখায় আছে বলে আমি মনে করি না। তাঁদের মন্তব্য ঠিক কি বেঠিক তা যাচাইয়ের ভার পাঠকের কাছেই ছেড়ে দেয়া হলো। তবে আমার লেখার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমাকে বলতেই হবে যে, জনাব সাখাওয়াত এবং চৌধুরী সাহেবদের মত নেতা বুদ্ধিজীবিরাই কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেন, মানুষের মনে অহেতুক আবেগ সৃষ্টি করেন, উত্তেজনা সৃষ্টি করেন এবং হিংস্রতার জন্ম দেন। আমি অস্বীকার করছিনা যে, কোন কোন মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদন রয়েছে কিন্তু চৌধূরী সাহেব আপনি তো একজন শিক্ষিত এবং সম্ভবত সুশিক্ষিত মানুষ। সাবেক সচিব; আপনার বক্তব্যের মূল্যায়ন আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম। আপনি পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন, তার মানে বিশ্ব সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু খোঁজ খবর থাকার কথা। আপনি কি মনে করেন না যে এ ধরনের লাগামহীন কথাবার্তাই সমস্যা সৃষ্টি করে। কিছু আরবী উর্দু বয়াত মুখস্তকারী একজন গ্রাম্য মাদ্রাসা পড়ুয়া মোল্লার মুখ দিয়ে এসব কথা আসতেই পারে। কিন্তু আপনি একজন পলিসি মেকার। সাবেক সচিব। আসলে ধর্ম সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানটা অপূর্ণ। সে কারণেই ধর্ম বিষয়ে কিছু দেখলেই আপনাদের আবেগ চলে আসে, মাথাটা একটু চড়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল যুগে যুগে, দেশে দেশে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এটাও সত্য, ধর্মই আবার প্রেরণা দিয়েছে, ধর্মই আবার নিয়ন্ত্রন দিয়েছে। ভাতৃত্ব ভালবাসা, সহমর্মিতা দিয়েছে। ধর্মই পৃথিবীর যুগ যগান্তরে সভ্যতার ধারক এবং বাহক। ধর্মের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করা মানে মূলত বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা। আপনারা দয়া করে ধর্ম বা ধর্মীয় শিক্ষাকে দোষারোপ না করে অজ্ঞানতাকে দোষারোপ করুন। অজ্ঞানতা যার মধ্যেই থাকুক সেই অজ্ঞানতা হলো মুর্খতা। এই অজ্ঞানতা থাকতে পারে লম্বা জুব্বাধারী মাওলানা মুফতির মাঝে আবার থাকতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে। কোন একজন মনীষী (সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ) বলেছিলেন " লোকটা বি.এ পাশ করিল কিন্তু শিক্ষিত হইলো না।" বি.এ, এম, এ, টাইটেল, দাওরা পাশ করে ও পি.এইচ, ডি করে ও মানুষ মুর্খ থেকে যেতে পারে। গোয়ার্তুমী, একদেশদর্শীতা, মাথা গরম জ্ঞানের অভাবের কারণেই হয় মাদ্রাসা শিক্ষা কিংবা বৈষয়িক শিক্ষার দোষ নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাটা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মাদ্রাসা শিক্ষিতরা একসময় বয়াত মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছু শেখার উপায় ছিল না এ জন্যই তারা সম্মানজনক কোন আসনে আসীন হতে পারেনি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন টিসার্চ ট্রেনিং কলেজ ছিল না। অনেকগুলো কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা পশ্চাৎপদ রয়ে গিয়েছিল। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা অনেক মেধার ও জন্ম দিয়েছে। আপনাদের মত বুদ্ধিজীবিদের কথা তো একজন গ্রাম্য মোল্লার কথার মত হতে পারে না।

এবার আসা যাক কি করা যেতে পারে এবার সে ব্যাপারে একটু গভীরে আলোচনা করা যাক, এ প্রসঙ্গে ও সেই গোল টেবিল আলোচনার একজন আলোচকের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। সাপ্তাহিক যায় যায় দিন সম্পাদক জনাব শফিক রেহমান বলেছেন, ”উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে বাঙালী ও ইসলামী চিন্তাধারার কীভাবে সমন্বয় করা যায় সেদিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।” শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য জনাব শফিক রেহমানের এই উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান সমস্যা সবসময় লেগেই আছে। এ সমস্যা সমূহের পেছনে একটা প্রধান কারণ ধর্ম। পাশ্চাত্যে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে ইহুদী-খৃষ্টান বা খৃষ্টান-মুসলিম বিষয়ে প্রচুর গবেষনা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের অর্ধেকের বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, মধ্য প্রাচ্য, দূর প্রাচ্য, মধ্য এশিয়া বিষয়ে পড়াশোনা এবং গবেষনা হয়ে আসছে। আমরা উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর আজ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক গবেষনা হয়ে উঠেনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে থেকেই কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসছে। আলোচনায় আসতে গেলেই আমরা একে অপরের সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকি। বঙ্কিম, বা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে গেলে আমরা মুসলমানরা বঙ্কিমকে মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রায়িত করতে থাকি। কিন্তু আমরা চিন্তা করিনা যে, বঙ্কিম আর রবি ঠাকুর তো মুসলমান ছিলেন না, ইসলামকে কি তাঁরা জানতেন? একজন অমুসলমান যদি ইসলামের একটু বিরোধীতা করেই তাতে বেশী কি হয়ে গেল। আমরা ও তো অন্য ধর্মের বিরোধীতা করি। তাছাড়া আমরা অনেকেই জানি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে আধ্যাত্মিকতার ছাপ আছে। অনেকেই মনে করেন তা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর পারস্য কবি হাফিজের কবিতার ছাপ থাকার কারণে। সে যাক মুল কথা হলো ব্যাপারটাকে কিভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিতে নেয়া যায় সেটাই।

ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে ঐক্য হবার অনেক কিছু আছে। এ প্রসঙ্গে মালয়েশীয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ”এসিয়ান রেনেসাঁ” নামে একটি বই লিখেছিলেন। যে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো। চীন, জাপান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশীয়া এবং আরব দেশগুলো যদি এক হতে পারে তাহলে তারা পৃথিবীর একক শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। আর এ জন্য সবচে’ প্রথম প্রয়োজন এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ধর্মের ব্যাবধান কমানো। মুলতঃ আনোয়ার ইব্রাহীমের এই বইটিই ছিল, আধুনিক জগতের বিশ্ব অশান্তির উস্কানীদাতা উইলিয়াম হান্টিংটনের উস্কানীমূলক বই ” ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন” এর বিরুদ্ধে একটি যথাযথ উত্তর। উল্লেখ্য, উইলিয়াম হান্টিংটন ”ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন” বইতে পুরো পশ্চিমা জগতকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। আজকের বুশ প্রশাসনে ইসলামের বিরুদ্ধে এই হাম্বি তম্বি মুলত হান্টিংনেরই উস্কানী।

এ লক্ষ্যেই ১৯৯৩ সালে আনোয়ারের নেতৃত্বে কুয়ালালামপুরের ইউনিভার্সিটি অফ মালায়াতে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ইসলামসহ এশিয়ার অন্যন্য ধর্ম সমূহের মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে আনা। সেমিনারের মূল শিরোনাম ছিল, ”ইসলাম এবং কনফুসিয়াস ধর্ম”। এই সেমিনারে চীন, জাপান সহ এশিয়ার অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এ বিষয়ে আলোচনা রেখেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সেমিনারে অংশগ্রহন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেমিনারে বক্তাদের অনেকে অনেক গুরুত্ব আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম এবং অন্যন্য ধর্মের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্কের রেখাপাত করেছিলেন। সেমিনারের আলোচনা ফলস্বরুপ একটা বিষয় এখানে বলা যেতে পারে। সেমিনারে কোন কোন বক্তা গৌতম বুদ্ধ কিংবা শ্রী কৃষ্ঞ কে নবী হবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি জানি বাংলাদেশের অনেক পাঠক এ কথা শুনে নাউজুবিল্লাহ পড়তে পারেন। আমি কোন ফতোয়া দিচ্ছি না। ফতোয়া দেয়ার ইচ্ছা, অধিকার বা যোগ্যতা কোনটাই আমার আছে বলে আমি দাবি করছিনা। তবে আমাকে বলতেই হবে যে, উক্ত সেমিনারের বক্তারা প্রায় সবাই ছিলেন খুব ভাল মুসলমান। এবং গভীর ইসলামী জ্ঞানের অধিকারি। তাছাড়া এ বিষয়ে একটি বিষয়ে প্রশ্ন এসেই যায় আর তা হলো, ইসলামে আমরা এক লাখ বা দু'লাখ নবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এই নবীগুলো কখন, কোন কালে কোন সময়ে এসেছিলেন। তাছাড়া পবিত্র কোরআনে মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক পৃথিবীর প্রতিটি জাতির নিকটই নবী বা বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। তাহলে যে যুগে গৌতম বুদ্ধ বা শ্রী কৃষ্ঞ এসেছিলেন সে যুগে আল্লাহ পাক কি কোন নবী পাঠাননি? হিন্দু-ধর্ম বা বৌদ্ধের ধর্ম তো অনেক পুরাতন ধর্ম সুতরাং এ সব ধর্মকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করার তো কোন কারণ নেই। কবি গোলাম মোস্তফা তার রচিত বিশ্বনবীর মধ্যে তো উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুদের বেদেও কিন্তু ইসলামের কথা রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, আমি ফতোয়া দিচ্ছি না। কি করতে হবে বা কিভাবে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে সম্পর্কে ও স্পষ্ট কোন নীতিমালা দিচ্ছি না। আমার আজকের আলোচনায় জনাব শফিক রেহমানের সাথে সুর মিলিয়ে আমি ও বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের বাঙ্গালী এবং ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে। আমরা একদিকে যেমন মুসলমান অপরদিকে বাঙ্গালীও। দুটো বিষয়ই আমাদের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, সাম্প্রতিক কালে জামায়াতের আমীর এবং কৃষিমন্ত্রি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বাণী পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের জনগনের প্রতি। জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়েছেন। আমি মনে করি খবরটা খুবই আশাব্যাঞ্জক। জাতি স্বত্বাকে বাদ দিয়ে ইসলাম হতে পারে না। আবার ইসলামকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবী করীম (সঃ) সমাজ সংস্কৃতির অনেক কিছুকেই গ্রহন করেছেন। আমাদের খৎনা বা মুসলমানি করা থেকে শুরু করে ইসলামি সংস্কৃতির অনেক কিছুই লোকজ সংস্কৃতির অংশ। আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন এ জাতীর ভাষাভাষী করে, যে জাতীর জন্য পাঠিয়েছেন সে জাতির নিজস্ব ভাষা এবং

সংস্কৃতি থেকেই নবী পাঠিয়েছেন। আমরা কোন লোকের বাংলা নাম দেখলেই তা হিন্দুয়ানী নাম মনে করি। অথচ ইসলামী নাম মনে করে মহব্বতের সাথে অনেকগুলো নাম গ্রহন করি যেগুলো আসলে ইসলামী নাম তো নয়ই এমনকি আরবী ও নয়। জাহাঙ্গীর নাম শুনলে আমরা ইসলামী নাম মনে করি অথচ জাহাঙ্গীর নামটা ইরানের ফারসী নাম যার অর্থ হলো রাজাধিরাজ। জাহরা একটি আরবী নাম আমাদের নবী করিম (সঃ) কন্যার নাম ছিল ফাতিমাতুজ জাহরা। অথচ এই জাহরা শব্দের অর্থ হলো গোলাপ বা গোলাপী। ইসলামী শরীয়াহর উৎস হলো কোরআন হাদীস ইজমা এবং কিয়াস। কোরআন এবং হাদীসই হলো প্রাথমিক সুত্র। পরবর্তী দুটো উৎস কিন্তু স্থান কাল পাত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলাম যেহেতু আরব দেশে অবতীর্ণ হয়েছে তাই আরবের কিছু কিছু লোকজ বিষয় ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়েছে। আবার ইসলাম যখন পারস্যে প্রসার লাভ করেছে তখন পারস্য বা ইরানের কিছু কিছু সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়েছে। নামাজ, রোজা, শবে বরাত, শবে ক্বদর, জাহাঙ্গীর, শাহানশাহ এসব অনেক শব্দই কিন্তু পারস্য বা ইরানের সংস্কৃতি থেকে এসেছে। মূল কথা হলো ইসলাম কখনোই লোকজ সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না যদি না ঐ সংস্কৃতির কোন বিষয় শিরকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই ইসলামের মূল উৎস কোরান এবং হাদীস আরব দেশে আরব সংস্কৃতিকে গ্রহন করেছে। পারস্যে গিয়ে পারস্য সভ্যতাকে আলিঙ্গন করেছে। কিন্তু উপমহাদেশে এসে তা লোকজ সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে নি। এটাই ছিল আমাদের আলেম সমাজের ব্যার্থতা। কারণ আমরা ইসলামকে কোরআন বা হাদীস থেকে গ্রহন না করে আরব, পারস্য বা পাকিস্তান থেকে আসা প্রচারকদের কাছ থেকে গ্রহন করেছি এবং সেভাবেই বুঝেছি। আমরা ইসলাম মনে করে আরব সভ্যতাকে গ্রহন করেছি, পারস্য সভ্যতাকে চুমু দিয়েছি কিন্তু নিজস্ব সভ্যতাকে পায়ে ঠেলে দুরে সরিয়ে দিয়েছি। আমাদের দেশে এ সেদিন ও আরবী, পারসী এবং উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য পড়ানো হতো। কেন? কারন কি, তখন মাদ্রাসা শিক্ষিত অনেক ভাল ভাল আলেমই মনে করতেন যে, কোরআন হাদিসের অনেকগুলো বিষয় বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়। বাংলায় কোন ইসলামী পুস্তকাদি বা সাহিত্য সহজলভ্য না হওয়াতে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ ইসলামী জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। আর সেকারনেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মহলের একটি বিরাট অংশ ইসলামের বিরোধীতায় নিমজ্জিত। এটাই বাংলাদেশের সামাজিক সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের ক্ল্যাশ রয়ে গেছে মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝে।

প্রিয় পাঠক, মুল কথা হলো আমরা অনেক পিছিয়েছি শুধুমাত্র পশ্চাৎপদ চিন্তা এবং দর্শনের কারণে। ইসলামকে গ্রহন করছি আবেগ কিংবা পিতৃপুরুষ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রচলিত নিয়ম নীতির মধ্যে। পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়, হ্যাঁ আমি জানি এবং মনে করি আমাদের লোকজ সংস্কৃতিতে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ইতিহাস ঐতিহ্য হয়তোবা ইসলামের মূল নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তবে এ ব্যাপারে আপাতত সর্বশেষ কথা হলো **ইসলামে বিবেক বুদ্ধি, মুক্তচিন্তার যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে।** আমরা কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষাকে খুব গভীর মনযোগের সাথে অধ্যয়ন করা দরকার। আমরা আসলে কোরআন এবং হাদীসকে বুঝতে চেষ্টা করিনা আমরা আমাদের কর্ম এবং অভ্যাস সমূহকে কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করি।